দৈনিক বাংলা

তারিখ 31 AUG 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

C5C

পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন

এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার পদ্ধতি ও প্রাসঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনার জন্য গঠিত পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি তাদের রিপোর্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পেশ করেছে। বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হওয়ায় উদ্ভূত পরিস্থিতি উত্তরণের জন্য একটি সুষ্ঠু পরীক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে এই কমিটি গঠিত হয় গত বছর অক্টোবরে। সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রফেসর শামসুল হক এই ২৫ সদস্য কমিটির চেয়ারম্যান। কমিটি পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে জনমত যাচাইয়ের জন্য ৩০ হাজার কপি প্রশ্নমালা বিভিন্ন মহলে বিতরণ করে। এছাড়া কয়েকটি দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের চালু পরীক্ষা পদ্ধতি পর্যালোচনা করে।

কমিটি যেসব সুপারিশ করেছে, তার মধ্যে রয়েছে, শুধুমাত্র অকৃতকার্য বিষয়ে/বিষয়সমূহে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা চালু, প্রশ্নপত্রের নতুন ধরন, উত্তরপত্র মূল্যায়নে সময়ের সাশ্রয়, পরীক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং পরীক্ষার পরিদর্শন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনয়ন। কমিটি পরীক্ষা গ্রহণের সুবিধার্থে চারটি বোর্ডের স্থলে ৯টি বোর্ড স্থাপনের সুপারিশ করেছে এবং প্রতি বোর্ডের সর্বোচ্চ ছাত্র সংখ্যা ৪০ হাজার হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করা হয়েছে। বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিতে ছাত্রদের মূল্যায়নের এক-পঞ্চমাংশ দায়িত্ব পরীক্ষার্থীর স্কুল-কলেজের ওপর ন্যস্ত করারও সুপারিশ করা হয়েছে। তাছাড়া, বর্তমানে প্রচলিত রচনাধর্মী প্রশ্নপত্রেও পরিবর্তন আনার কথা বলা হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে ৫০ থেকে ৬০ ভাগ প্রশ্ন নৈর্ব্যক্তিক করার সুপারিশ করেছে কমিটি।

প্রতি বছর প্রায় তিন থেকে চার লক্ষ পরীক্ষার্থী এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়। এই পরিস্থিতির অবসানের জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্যক্রমে পরিবর্তন আনা অপরিহার্য। সেদিক থেকে পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির সুপারিশসমূহ তাৎপর্যবহ। তবে শিক্ষা বোর্ডের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বোর্ডে বোর্ডে শিক্ষার প্রভেদ যেন সৃষ্টি না হয়, সেদিকও খেয়াল রাখা প্রয়োজন। শুধুমাত্র পরীক্ষা গ্রহণের সুবিধার জন্যই বোর্ডের সংখ্যা সত্যি সত্যি বাড়ানোর প্রয়োজন আছে কিনা, তাও ভেবে দেখা দরকার। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় শিক্ষার অভিন্ন মান নিশ্চিত করার জন্য অভিন্ন পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতি গ্রহণই যুক্তিযুক্ত। পরীক্ষা পদ্ধতি বদলানো গেলে উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে জটিলতার অবসান ঘটবে এবং তাতে পরীক্ষার্থীদের মূল্যায়নও সহজ হবে বলে মনে করি।